ভাবসম্মিলন পর্যায়কে মাথুর-বিরহের একটি অঙ্গ বলা যায়। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরা চলে যাবার পর তীব্র বেদনা-যন্ত্রনায় দগ্ধ রাধা শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে তন্ময় হয়ে ভাবরাজ্যে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হতে পেরেছেন। মানস বৃন্দাবনে এই অপ্রকৃত মিলনের নাম ভাবসম্মিলন। ভাবসম্মিলন পদে বিদ্যাপতির রাধা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের প্রস্তুতি হিসাবে পবিত্রতা, শুচিশুভ্র পরিবেশের সৃষ্টি করেছেন -

পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে।
মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে ॥
বেদি করব হাম আপন অঙ্গমে।
মাঞ্জু করব তাহে চিকুর বিছানে ॥

আলোচ্য পদে চণ্ডীদাসও অন্যতম পদকার হিসাবে বিবেচিত। তাঁর রাধা কিছু সুলক্ষন দেখে বুঝতে পেরেছেন অচিরে কৃষ্ণ তাঁর মন্দিরে আসবেন -

চিকুর ফুরিছে বসন উড়িছে
পুলক যৌবন-ভার।
বাম অঙ্গ আঁখি সঘনে নাচিছে
দুলিছে হিয়ার হার ॥

মানস-বৃন্দাবনে কৃষ্ণকে পেয়ে আপ্লুত হয়ে বিদ্যাপতির রাধা বলেন -

আজু রজনী হাম ভাগে পোহাযলুঁ
পেখলুঁ পিয়া-মুখ-চন্দা।
জীবন-যৌবন সফল করি মানলুঁ
দশ দিশ ভেল নিরদন্দা ॥

চণ্ডীদাসের রাধার ভাবসম্মিলনের আনন্দে দুঃখের আকুতিই তীব্র -

বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইত পরান গেলে ॥
এতেক সহিল অবলা বলে।
ফাটিয়া যাইত পাষান হলে ॥

আনন্দময় ভাবলোকে এই মিলন এবং আর্তি ভাবসম্মিলন পদের সৌন্দর্য এবং তাৎপর্য।

দীর্ঘদিন বৃন্দাবনে রাধা কৃষ্ণের প্রেমসান্নিধ্য পেলেও মনে করেন মাত্র প্রেমের অঙ্কুরোদ্গম হয়েছিল এর মধ্যেই তিনি চলে গেলেন-

'অঙ্কুর তপন- তাপে যদি জারব
কি করব বারিদ মেহে।
এ নব যৌবন বিরহে গোঙায়ব
কি করব সো পিয়-নেহে ॥'

বিদ্যাপতি রাধাকে আশ্বস্ত করে বলেছেন- 'ধৈরয ধরহ চিতে মিলব মুরারি' বা 'কৌতুকে ছাপি তাঁহি রহ কান ॥' শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপত রাধার সঙ্গে অভিন্ন তাই রাধাকে ছেড়েতিনি দূরে চলে যেতে পারেন না। এই তাত্ত্বিক বোধে চন্ডীদাসের রাধা হাসিমুখে বলেন -

তোমরা যে বল শ্যাম মধুপুরে যাইবেন
কোন পথে বঁধু পলাইবে।
এ বুক চিরিয়া যবে বাহির করিব গো
তবে ত শ্যাম মধুপুরে যাবে ॥'

বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' গোবিন্দদাস ব্রজবুলি ভাষা ছেড়ে বিশুদ্ধ বাংলায় মাথুর বিষয়ক পদরচনা করেছেন। তাঁর রাধা বলেন -

সো যদি জানিতাম পিয়া যাবে রে ছাড়িয়া।
পরানে পরান দিয়া রাখিতাম বান্ধিয়া ॥'

বৈষ্ণব তাত্ত্বিক গন বলেন মাথুর বিরহে নায়িকার দশটি দশা। বৈষ্ণব পদকর্তাগন এই দশটি দশারই বর্ননা করেন। সব দশাতেই ফুটে ওঠে কৃষ্ণ প্রেমার্তি -

তোমরা যতেক সখি থেকো মধু সঙ্গে।
মরন কালে কৃষ্ণনাম লিখো মধু অঙ্গে ॥
ললিতা প্রানের সখী মন্ত্র দিও কানে।
মরা দেহ পড়ে যেন কৃষ্ণনাম শুনে ॥

BNGE : 3rd Sem (H)
Teacher's Name: Dr. Biswajit Podder

মাথুর ও ভাবসম্মিলন

বৈষ্ণব তাত্ত্বিকগন বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারকে চারটি ভাগে ভাগ করেছেন- পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য এবং প্রবাস বা বিরহ। প্রবাস অর্থাৎ বৃন্দাবন ত্যাগ করে কৃষ্ণের মথুরা গমন। মধুরলীলা, মথুরার ঐশ্বর্য লীলা এবং কংসকে ধ্বংস করার জন্য শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমন করতে হয়েছিল। তাঁর অদর্শনে এবং সান্নিধ্যহীনতায় রাধার যে অসীম বিরহবেদনা চিত্রিত হয়েছিল তার নাম মাথুর। সুতরাং বিরহে যে বেদনা মাথুরের ক্ষেত্রে তা আরো গভীর এবং মর্মান্তিক। তাত্ত্বিক বিচারে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন- 'বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং না গচ্ছামি' অর্থাৎ বৃন্দাবন ছেড়ে তিনি এক পাও নড়ছেন না। অর্থাৎ প্রকট-লীলায় তিনি মথুরা গমন করছেন বটে কিন্তু মধুর রসের শ্রেষ্ঠ লীলার কারনে অপ্রকট লীলায় তিনি বৃন্দাবনেই রয়ে গেছেন।

বিদ্যাপতির রাধায় 'দেহের ভাগ অধিক' লক্ষ্য করা গেলেও কৃষ্ণের মথুরা গমনে কারনে সমস্ত বৃন্দাবন অধিবাসীর মতোই তিনি দুঃখিত। বৃন্দাবনে আজ গভীর অন্ধকার, গাভীগুলি পর্যন্ত তৃন স্পর্শ করে না। কৃষ্ণকে পেতে রাধাও লোকলাজ, সামাজিক সংস্কার সব ত্যাগ করেছেন, সান্নিধ্যকালীন পরম বাঞ্ছিত মুহূর্তে যে রাধা চন্দন মুছে ফেলেন, হার খুলে ফেলেন আজ কৃষ্ণ বিরহে তার আর্তি -

'চির চন্দন উরে হার না দোলা।
সো অব নদী-গিরি আঁতর ভেলা।'

আজ সকল শূন্য হয়ে তার যমুনা তীরেও যাবার কোনো উপায় নেই, কৃষ্ণের কেলি কুঞ্জের দিকেও তাকাতে পারেন না-

শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী।
শূন ভেল দশ দিশ শূন ভেল সগরি॥'

কালিদাসের মতো বিরহের বর্ননায় বিদ্যাপতি বর্ষাকে অবলম্বন করেন। একদিকে নিদারুন দুঃখের বর্ননায় তার পদ যেমন প্লাবিত তেমনি কাব্যধারার অমল সৌন্দর্যে স্নাত। বিদ্যাপতির রাধা বলেন- (কবিশেখর মতান্তরে) -

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর॥